This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

https://books.google.com

Adapted to the use of the Diocesan Committee for the Native Churches in Bengal

---

A

PLAIN AND AFFECTIONATE ADDRESS

TO

YOUNG PERSONS,

PREVIOUS TO THEIR

RECEIVING THE LORD'S SUPPER:

BY THE

RIGHT REVEREND DANIEL,
LORD BISHOP OF CALCUTTA, AND METROPOLITAN.

TRANSLATED INTO BENGALEE

BY THE REV. K. M. BANERJEA,
MINISTER OF CHRIST CHURCH, CORNWALLIS SQUARE.

Calcutta:

BISHOP'S COLLEGE PRESS:
Printed for the
CALCUTTA DIOCESAN COMMITTEE OF THE SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE.

1841.

Digitized by Google

Digitized by Google

TO THE RIGHT REVEREND

DANIEL,

LORD BISHOP OF CALCUTTA, AND METROPOLITAN OF INDIA.

My Lord,

It is with the utmost submission to your episcopal authority, and respect for your office and person, that I have presumed, thus publicly, to approach your Lordship with this offering of a translation, however imperfect, of a work of your own composition. It is the first of a series of Bengalee publications, which the *Calcutta Diocesan Committee of the Society for Promoting Christian Knowledge* intend to execute towards the accomplishment of the sacred object, signified by their title itself. There were in the Apostles' days as well those *who planted,* as also those *who watered,* under a commission from God, *who gave the increase.* The act of nourishing and cherishing a congregation when formed, is at least of as solemn an obligation as that of forming one; and accord-

Digitized by Google

ingly the venerable Society just mentioned *promotes*, where the other *incorporated* sister Society is engaged in *propagating*, the knowledge of the Lord Jesus Christ. Human reason itself, no less than the voice of inspiration and of ecclesiastical antiquity, inculcates the necessity of securing the conquests we make in God's name, of the usurped possessions of the Enemy; and these attempts to supply our converts in various parts of Bengal with a body of Christian literature in their own language, will, it is hoped, meet with the encouragement of the Christian public.

It is by raising the tone of our native converts in an intellectual and spiritual point of view that we are principally to look for the extension of the Church in India. Our blessed Lord was pleased to compare the kingdom of heaven to a grain of mustard seed which produced a tree that eventually spread over the whole world. Thus it is, that by strengthening the root and the branches that have already grown, we are to expect the still wider ramification of the goodly tree; and the more we elevate our indigenous Christian brethren in

Digitized by Google

piety, character, and qualification, the greater provision we make for the propagation of our faith. The instruments whereby the rich and abundant crops were reaped in primitive times, were not the indiscriminate distribution of gospels and tracts among the heathen by a handful of missionaries; but they were the personal exertions of regularly appointed ministers, principally among their own congregations, and the overwhelming testimony, which holiness of life and conversation in the converts themselves bore, before their wondering heathen friends and acquaintance, to the regenerating power of the religion which they professed; and if a similar standard of piety, good sense, intelligence, and respectability existed in our congregations, we might hope that every member would be able to bring in many new catechumens, won by the proofs he exhibited in himself of the influence of Christianity over the human mind and character. The tree would extend and spread by the vigour of its own stem, while the different branches, however diversified, would still be kept in close connection with one another, as parts of the same

Digitized by Google

tree, and could not altogether separate or be cut off, without at the same time withering and ceasing to be living branches. Without detracting therefore from the efficiency of tract-distribution among the heathen, when properly and regularly performed, the immense importance of looking at home into the state of those that have already embraced Christianity, must be prominently brought to the notice and attention of all to whom any talents have been entrusted by God, or advantages vouchsafed in British India.

I have only to pray that God may bless this present effort, that this translation may produce in Bengal those effects for which your Lordship composed the original in England.

Begging your Lordship's excuse for this public trespass on your attention,

I have the honor to be,
My Lord,
Your most obedient servant and presbyter,
K. M. BANERJEA.

Cornwallis Square,
16th March, 1841.

Digitized by Google

সহভাগ গ্রহণ করিবার

আয়োজন বিষয়ে

নব্য ব্যক্তিদের প্রতি বক্তৃতা.

—0000—

আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যিশু খ্রীষ্টের শরীর ও রক্তের সহভাগ উপযুক্ত রূপে গ্রহণ করিবার জন্য যে২ বিষয় জানিবার প্রয়োজন আছে তাহা এই পুস্তকে বিস্তার করিব—অতএব

১ প্রথমতঃ এই সংস্কারের স্থাপন.
২ দ্বিতীয়তঃ ইহার অভিপ্রায়.
৩ তৃতীয়তঃ কি গুণ থাকিলে ইহা উত্তম রূপে গ্রহণ করিবার অধিকার হয়.
৪ চতুর্থতঃ ইহার ফল.
৫ পঞ্চমতঃ ইহা গ্রহণ করিবার বিধি.

এই২ প্রকরণ ক্রমশঃ বিবেচনা করিব.

প্রথম প্রকরণ.

অথ প্রভু ভোজনের স্থাপন.

স্বয়ং খ্রীষ্ট দ্বারা স্থাপিত, আভ্যন্তরিক ও আত্মা সম্বন্ধীয় প্রসাদের বহিঃস্থ এবং প্রত্যক্ষ লক্ষণ, অথচ

Digitized by Google

ঐ প্রসাদ প্রাপণের উপায়, এবং তাহা নিশ্চয় করিবার প্রতিজ্ঞা এমত বিধানকে সংস্কার কহি—পুণ্যসহ ভাগের পক্ষে রুটী এবং দ্রাক্ষারস বহিঃস্থ লক্ষণ, এবং আত্মার দৃঢ্য ও প্রবোধ আর অনন্ত ত্রাণার্থে ভক্তি দ্বারা খ্রীষ্টের শরীর ও রক্তের ভোগ এই২ আভ্যন্তরিক প্রসাদ, পরহস্ত গত হইবার রাত্রিতেই ধন্য প্রভু স্বয়ং ইহা স্থাপন করেন, ধর্ম্মগ্রন্থের উক্তি এই যে তিনি শিষ্যগণের সহিত শেষ পেসখা ভোজন ভক্ষণ করত "রুটী লইলেন এবং ধন্যবাদ পূর্ব্বক তাহাতে আশার্ব্বাদ করিয়া শিষ্য দিগকে দিয়া কহিলেন, লও, খাও, এই তোমাদের কারণ দত্ত আমার শরীর, ইহা আমার স্মরণার্থে কর, এবং ভোজনানন্তর তিনি পাত্র লইলেন এবং ধন্যবাদপূর্ব্বক তাহা দিগকে দিয়া কহিলেন তোমারা সকলে ইহা পান কর, কেননা ইহা আমার রক্তে নূতন নিয়ম, ইহা তোমাদের ও অন্য অনেকের জন্য পাপমোচনার্থে পাত হইয়াছে." (মথিয় ২৬ অধ্যায় লুক ২২ অধ্যায়.)

সামান্য ভক্ষ্য দ্রব্যের মধ্যে যাহা অত্যন্ত তেজস্কর অর্থাৎ রুটী ও দ্রাক্ষারস তাহাই আমাদের ত্রাণ কর্ত্তা আপন শরীর ও রক্তের লক্ষণ করিয়া স্থাপন

Digitized by Google

করিলেন, একর্ম্মে তাঁহার অভিপ্রেত উপদেশ এই যে যাদৃশ শরীর রক্ষার্থে রুটী ও দ্রাক্ষরস শ্রেয়ঃ তাদৃশ আত্মার কুশলের নিমিত্তে তাঁহার মাহাত্ম্য ও মরণ আবশ্যক, অতএব তাঁহার যন্ত্রণা ও ক্রুশার্পণ প্রযুক্ত যে দুঃখ সহনীয় হইয়াছিল তাহার চিহ্ন স্বরূপ এই রুটী চূর্ণ করিতে ও দ্রাক্ষারস ক্ষরাইতে আজ্ঞা দিলেন, ঐ দুঃখ ভোগের সময় "তিনি জলবৎ ক্ষরিত হইলে তাঁহার সমস্ত অস্থি গ্রন্থি হইতে পৃথক হইয়াছিল এবং তাঁহার শরীরস্থ অন্তঃকরণ মধূত্থের ন্যায় গলিত হইয়াছিল." গীত ২২. ১৪; আর প্রবোধ ও পরিত্রাণার্থে ভক্তিদ্বারা খ্রীষ্টের মাহাত্ম্য ও মৃত্যুর আন্তরীণ ভোগ ও গ্রহণ ঐ রুটীভক্ষণ ও দ্রাক্ষারস পানে চিত্রিত হইতেছে·

এ বিধানের অনেক প্রকার নাম আছে, ইহার চলিত সংজ্ঞা সংস্কার, এবং মূল ভাষাতে এ শব্দের অর্থ শপথ, কেননা রোম রাজ্যের রীত্যনুসারে সেনাপতির শাসন মান্য করিতে প্রতিজ্ঞা করত সৈন্যেরা যে শপথ করিত তাহা যুদ্ধসম্বন্ধীয় সংস্কার নামে বিখ্যাত ছিল, অতএব উপস্থিত বিষয়ে এ সংজ্ঞাকে অত্যুপযুক্ত কহিতে হইবেক কেননা এই বিধানে এবং বাপ্তিস্মেতেও আমরা দৃঢ় রূপে প্রতিজ্ঞা

Digitized by Google

করি যে "ক্রুশে হত খ্রীষ্টের ধর্ম্মে লজ্জিত না হইয়া বরং পৌরুষপূর্ব্বক তাঁহার ধ্বজার সমীপে জগৎ ও ইন্দ্রিয় ও শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব এবং যাব জ্জীবন খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত সেনা ও দাস হইয়া থাকিব," আর খ্রীষ্টও ভাবিজ্ঞ বাক্যেতে কহিয়াছেন যে, "আমার প্রতি সমস্ত জানু নত হইবে এবং সমস্ত জিহ্বা শপথ করিবে." (ইসাইয়া ৪৫, ২৩.)

ইহা সহভাগ নামেও খ্যাত আছে; যথা শান্ত পৌলের উক্তি—"যে পাত্র আমরা সংস্কার করি ইহা কি খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগ নহে? যে রুটী আমরা ভগ্ন করি ইহা কি খ্রীষ্টের শরীরের সহভাগ নহে?" (১ করিন্থি ১০. ১৬) কেননা খ্রীষ্ট, যিনি আমাদের ঊর্দ্ধ গত মস্তক স্বরূপ, এবং সমস্ত মণ্ডলী, যাহা তাঁহার, রহস্য শরীরের অঙ্গ স্বরূপ, এ উভয়ের সহিত আমরা ইহাতে ঐক্য ও সঙ্গ ভোগ করি.

এ বিধান এক পর্ব্বস্বরূপ হইয়াও বর্ণিত হইয়াছে, যথা পৌলের উক্তি—"খ্রীষ্ট যে আমাদের পেসখা তিনি আমাদের জন্য উৎসর্গ হইয়াছেন, অতএব আমরা পর্ব্ব পালন করি." (১ করিন্থি ৩৫, ৭.) ইহার অভিপ্রায় এই যে খ্রীষ্টের শরীর এবং রক্ত ভক্তগণের প্রতি মহা উৎসব তুল্য.

Digitized by Google

ইহা ইউখেরিষ্ট বলিয়া ও উক্ত হয়, গ্রীক ভাষাতে এ শব্দের অর্থ ধন্যবাদ, কেননা খ্রীষ্ট রুটী গ্রহণ করিবার সময় ধন্যবাদ করিয়াছিলেন এবং "ইহাতে আমরা মুখ হইতে নির্গত স্তোত্র রূপ উপহার সর্ব্বদা প্রকৃত রূপে নিবেদন করত তাঁহার নামের ধন্যবাদ করি." (হিব. ১৩, ১৫)

পৌল প্রেরিত অবশেষে ইহাকে প্রভুর মেজ ও প্রভুর ভোজন কহেন, (১ করিন্থি ১০, ২১ এবং ১১, ২০) কেননা তিনি মণ্ডলীর প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা স্বরূপ হইয়া ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং আপনি আহ্বান পূর্ব্বক বস্তু প্রস্তুত ও বর দান করেন এবং উৎসবের কর্ত্তৃভাবে যেন স্বয়ং উপবিষ্ট হন, তাহাতে "তিনি আমাদের সহিত এবং আমরা তাঁহার সহিত ভোজন করি." (প্রকাশ ৩, ২০.)

দ্বিতীয় প্রকরণ.

অথ প্রভুভোজনের অভিপ্রায়.

১. শিষ্যগণের মধ্যে ধন্য ত্রাণকর্ত্তার চির স্মরণ করাইবার প্রথম অভিপ্রায়, প্রভু কহেন "ইহা আমার স্মরণার্থে কর" অতএব এ বিধানের তাৎপর্য্য এই যে তাঁহার স্নেহ ও সম্বিৎ ও প্রসাদ ও যন্ত্রণা ও উদ্ধার

Digitized by Google

আমরা স্মরণ করি, যাবৎ তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ আছেন তাবৎ এই পুণ্য ভোজন তাঁহাকে আমাদের স্মৃতি ও চিত্তের চির গোচর করে, এ প্রযুক্ত যে বিধানের বিবরণ লিখিতেছি তাহার এক প্রধান অভিপ্রায় এই যে আমাদের ত্রাণকর্ত্তাকে পরম বন্ধু ও স্বামী ও প্রভু জ্ঞান করিয়া কৃতজ্ঞতা সমাদর ও ভক্তি পূর্ব্বক স্মরণ করি.

২. ইহার অন্য অভিপ্রায় এই যেন আমাদের দৈব ত্রাণকর্ত্তার যন্ত্রণা ইহাতে প্রত্যক্ষ ও মনোহর রূপে বর্ণিত হয়, প্রভু স্বয়ং কহেন "তোমাদের নিমিত্তে দত্ত যে আমার শরীর তাহা এই, তোমাদের এবং অনেকের নিমিত্তে ক্ষরিত আমার রক্তেতে যে নূতন নিয়ম তাহা এই." স্বর্গীয় পিতা কর্ত্তৃক ক্ষত এবং অর্দ্দিত হইয়াছিল যে তাঁহার শরীর, আর পিলাতের সিংহাসনের সম্মুখে এবং গেথসেমনি নামক উদ্যানে ও ক্রুশ যন্ত্রোপরি ক্ষরিত হইয়াছিল যে তাঁহার রক্ত, এ উভয়ের উত্তম সাদৃশ্য ভগ্ন রুটী ও রক্ষিত দ্রাক্ষারসে চিহ্নিত হইতেছে, অতএব এ বিধানের তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বরাত্মজের সমস্ত দুঃখ ও উদ্বেগ ও যন্ত্রণা যেন আমাদের মনোগোচর হয়, এবং যে বেত্র শূল লৌহসেল ও কণ্টক মুকুট দ্বারা

Digitized by Google

তিনি বহুবিধ অপমান ও পীড়াগ্রস্ত হইয়াছিলেন তাহা যেন আমাদের স্মরণে আইসে, আর ঐ অকথ্য ব্যাপারের সমস্ত অংশ যেন আমাদের মনে গভীর রূপে বিদ্ধ হয়.

৩. খ্রীষ্টের মাহাত্ম্য ও প্রায়শ্চিত্ত ও আমাদের পাপরূপ ঋণের পরিশোধ এই২ বিষয় নিত্য প্রামাণ্য করিবার নিমিত্তেও এ সংস্কার স্থাপিত হয়, প্রভু কহেন "পাপমার্জ্জনার কারণ অনেকের নিমিত্তে ক্ষরিত এই আমার নূতন নিয়মের রক্ত." খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের এই মূল কথা এ সংস্কারেতে বিশেষ সমাদৃত হইতেছে, ইহাতে প্রভুর মরণ প্রচার হইতেছে এবং তিনি জগতের পাপাপহারক অবিবৎস হইয়া হত হইয়াছিলেন এ কথা প্রামাণ্য হইতেছে, যীশু খ্রীষ্টের জন্ম পুনরুত্থান প্রতিসাধকতাদির স্মরণার্থে নিযুক্ত না হইয়া যে তাঁহার যন্ত্রণা ও মরণের স্মৃতির নিমিত্তে এক মহা সংস্কার স্থাপন হইয়াছে, এবং ঐ যন্ত্রণার প্রতিনিধিত্ব বোধক ভূরি২ বচন ধর্ম্ম শাস্ত্রে আছে, এই হেতুদ্বয়েতে খ্রীষ্টের বাস্তবিক প্রায়শ্চিত্ত ও পরিশোধন এমত দৃঢ় এবং স্পষ্ট রূপে প্রামাণ্য হইতেছে যে মণ্ডলীর মধ্যে এ সংস্কার যাবৎ চলিত থাকিবেক তাবৎ উক্ত কথাতে বিনয়া

Digitized by Google

স্থিত খ্রীষ্টীয় ব্যক্তির বিশ্বাস কোন নাস্তিক বা পাষণ্ডের কুতর্কে ক্ষীণ হইতে পারিবেক না.

৪. উক্ত সংস্কারের অন্য তাৎপর্য্য এই যেন খ্রীষ্টের মাহাত্ম্য ও প্রায়শ্চিত্ত কি রূপে আপনাদের মঙ্গলের উপায় হয় তাহার শ্রেয়স্কর উপদেশ আমরা পাই, খ্রীষ্ট আজ্ঞা করিয়াছিলেন "লও খাও, এই আমার শরীর, তোমরা সকলে ইহা পান কর," যেমত রুটী ও দ্রাক্ষারস ত্রাণ কর্ত্তার শরীর ও রক্তের লক্ষণ সেই মত আপনাদের পক্ষে যিশু খ্রীষ্টের মাহাত্ম্যের ফলভোগ দাত্রী ভক্তি ঐ বস্তু ভোজন ও পানে চিহ্নিত হইতেছে, যোহন্নি লিখিত সুস মাচারে ষষ্ঠ অধ্যায়ে খ্রীষ্টেতে যথার্থ ভক্তি মনুষ্য পুত্রের মাংস ভোজন ও রক্ত পান ভাবে পুনঃ২ বর্ণিত হইয়াছে, ফলতঃ এ প্রকার সাদৃশ্য অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, কেননা যেমন গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ না করিলে অত্যন্ত তেজস্কর খাদ্যতেও আমাদের দেহের কোন উপকার হইতে পারে না, সেইমত খ্রীষ্টের শরীর ও রক্ত পাপের নিমিত্তে বলি স্বরূপ উৎসর্গ হইলেও যদি ইহারদ্বারা ক্রীত বর আপনা দের পক্ষে ধারণ করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক অন্তঃকরণে গ্রহণ করত আত্মার স্থিতি ও কুশলের জন্য যেন

Digitized by Google

খ্রীষ্টের মাংস ভক্ষণ ও রক্ত পান না করি তবে ইহাতে আমাদের আপনাদের কোন মঙ্গল হইবে না.

৫. অনুগ্রহ সূচক নিয়মের সংস্থাপন চিহ্ন হওন ইহার পঞ্চম অভিপ্রায়, ত্রাণ কর্ত্তা কহেন "এই পাত্র আমার রক্তেতে নূতন নিয়ম, আমার এই নূতন নিয়মের রক্ত" যেমন লৈব ব্যবস্থাতে ত্বকচ্ছেদ ধার্ম্মিকতার মুদ্রাক্ষর স্বরূপ ছিল সেই মত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজন ঈশ্বর এবং মনুষ্য উভয়ের পক্ষে মুদ্রাক্ষর স্বরূপ হইয়াছে, ঈশ্বরের পক্ষে প্রভুর ভোজনকে পাপক্ষমা ও নির্দ্দোষী করণ এবং অন্যান্য পারমার্থিক বরদানের নিয়মিত চিহ্ন ও সম্বিৎ এবং ঐ বর অন্তঃকরণে প্রবেশ করাইবার উপায় কহি, ইহাতে ঈশ্বরানুগ্রহের যেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং আশ্বাস আমরা পাই, ইহা সুসমাচারের সমস্ত সম্বিৎ নিশ্চয় এবং দৃঢ় করে এবং তাহাতে অধিকার দিয়া যথার্থ খ্রীষ্টীয়কে যেন বাস্তবিক ভোগ প্রদান করে, এবং মনুষ্যের সম্বন্ধেও ইহাকে ঐ নিয়ম বিবেচনা ও ব্যগ্রতাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার স্থাপিত চিহ্ন ও প্রতিজ্ঞা কহিতে পারি, ইহাদ্বারা আমরা সম্মতি দি যে ঈশ্বর সত্য, এবং সুসমাচারে প্রকাশিত মঙ্গল ভোগ করিতে ও

Digitized by Google

লিখিত বিধি পালন করিতে ইচ্ছা প্রচার করি, ইশাইয়া প্রবাচকের পরিচিত ধর্ম্ম গ্রাহকদের ন্যায় আমরা ঐ সংস্কারদ্বারা কহি "আমরা প্রভুর লোক, আমরা যাকোবের নামেতে আপনাদিগকে বিখ্যাত করি, আমরা হস্ত দ্বারা প্রভুর প্রতি স্বাক্ষরিত করি, এবং আপনাদিগকে ইস্রাএল সংজ্ঞাপ্রদান করি."

৬. আমাদের আত্মবিষয়ক শত্রুর বিরুদ্ধে উদ্ধার কর্ত্তার জয়ের নিমিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশইহার ষষ্ঠ তাৎ পর্য্য, ইহা আমাদের ইউখেরিষ্ট অর্থাৎ প্রশংসা ও জয়ধ্বনির পর্ব্ব, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তি পেসখা পর্ব্বেতে মিশর রাজের বন্ধন হইতে মুক্তির কৃতজ্ঞতা সূচক স্মৃতি হইত, কিন্তু পাপের দাসত্ব হইতে উদ্ধার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রভুর ভোজনেতে হয়, ইহা খ্রীষ্টের জয় স্মরণ করিবার পর্ব্ব, আমাদের সমস্ত শত্রুকে প্রভু জয় করিয়া মহৎ শক্তি বিশিষ্ট হইয়াছেন এই জন্য উক্ত পর্ব্বেতে আমরা তাঁহার গুণানুবাদ করিতে আহূত হইয়া তাঁহার অনুগ্রহের সংকীর্ত্তন করি, কেননা তিনি প্রধান ও পরাক্রমী দূত গণকে লুণ্টন করিয়া প্রকাশ্য রূপে লজ্জা দিয়া তাহাদিগকে জয় করিয়াছেন, এ প্রযুক্ত উক্ত সংস্কারের অপর অভিপ্রায় এই যে আমরা তাঁহার মেজের চতুষ্পার্শ্বে হৃষ্ট মনে একত্র হই

Digitized by Google

এবং আমাদের ত্রাণ কর্ত্তা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক ধন্যবাদের সহিত আনন্দ করি.

৭. ইহার সপ্তম অভিপ্রায় এই যে ইহা আমাদের খ্রীষ্টীয় মতের এক বিশেষ লক্ষণ, পৌল প্রেরিত উপদেশ দেন "যতবার আমরা এই রুটী ভক্ষণ করি ও পাত্র পান করি ততবার আমরা তাঁহার আগমন পর্য্যন্ত তাঁহার মরণ প্রসিদ্ধ করি". খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের অধীনতা এই সংস্কারে অতি বাহুল্য রূপে প্রচার হয়, আমরা এ কর্ম্ম দ্বারা যেন চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিয়া বলি যে আমরা তাঁহার লোক, যে২ স্থানে যিশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম স্বীকৃত হয় সেই২ স্থানে এই সংস্কার তাঁহার মরণের চির প্রকাশ স্বরূপ হইয়া ঐ স্বীকারের চিহ্ন হয়, এ পুণ্য ও রহস্য উৎসব নিয়ত না করিলে কেহ খ্রীষ্টের প্রত্যক্ষ মণ্ডলীর অঙ্গ বলিয়া যথার্থ রূপে বাচ্য হইতে পারেনা, কেননা ইহা অষ্টাদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত খ্রীষ্ট মণ্ডলীর বিশেষ চিহ্ন ও বন্ধন হইয়া আসিতেছে.

৮. খ্রীষ্টীয় ঐক্যতা ও প্রেমের লক্ষণ হওয়াও ইহার অভিপ্রায়, পৌল প্রেরিত কহেন "যে শুভ পাত্র আমরা সংস্কার করি তাহা কি খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগ নহে?" যে রুটী আমরা ভগ্ন করি তাহা কি

Digitized by Google

খ্রীষ্টের শরীরের সহভাগ নহে ? কেননা আমরা বহু হইয়াও এক রুটী ও এক শরীর যেহেতুক আমরা সকলে ঐ এক রুটীর সহভাগী" এই সংস্কারে আমরা মণ্ডলীর সমস্ত অঙ্গের সহিত প্রেম এবং পরস্পর ক্ষান্তি ও স্নেহ করিতে অঙ্গীকার করি, আর সংমিলনের বন্ধনে আত্মার ঐক্যতা রক্ষা করিতে পরস্পর বাধ্য করি, পরস্পর প্রেম করিবার যে নূতন বিধি তাহা বাস্তবিক পালন করি, এবং ইহাতেই সকলে বুঝিতে পারে যে আমরা খ্রীষ্টের শিষ্য, আর খ্রীষ্টের পুণ্য ও প্রেরিত কর্ত্তৃক স্থাপিত মণ্ডলীর যে শাখাতে আপনারা সংযুক্ত আছি তাহার শান্তি এবং কুশল চেষ্টা করিতে আপনাদিগকে বিশেষ রূপে বাধ্য করি, ঐক্যতা ও প্রেম সম্পর্কীয় এই বিহিত কার্য্যকে অল্প বিষয় কহিতে পারি না কেননা প্রভুর শেষ প্রার্থনাতে ইহার উল্লেখ হইয়াছিল যথা যেন শিষ্যগণ হে পিত "আমাতে তোমার অধিষ্ঠান ও তোমাতে আমার অধিষ্ঠানের ন্যায় আমাদিগেতে এক হয় তাহাতে জগতে বিশ্বাস করিবে যে তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছে।"

৯ বিচার করিতে আগমন পর্য্যন্ত খ্রীষ্ট মণ্ডলী কে সদা রক্ষা এবং অনুগ্রহ করিবেন ইহা আমাদি

Digitized by Google

পকে নিশ্চয় জ্ঞাপন করাও উক্ত সংস্কারের অতি প্রায়, পৌল প্রেরিত কহেন "তোমরা প্রভুর আগ মন পর্য্যন্ত তাঁহার মরণ প্রকাশ কর" অর্থাৎ খ্রীষ্টের দাসেরা মধ্যে২ দুঃখিত ও অবহেলিত হইলেও তিনি আপনার সহিত একত্র করণার্থে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে আগমন পর্য্যন্ত সহায়তা ও শাসন করিতে উপস্থিত আছেন ইহা তাহারা ঐ সংস্কারে নিশ্চয় জানিতে পারে, তাহাদের জীবন এক্ষণে খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরেতে গুপ্ত আছে কিন্তু তাহাদের ত্রাণ কর্ত্তা মণ্ডলীতে যদা রক্ষিত হইবার জন্য আপ ন পুনরাগমনের স্থির চিহ্ন স্বরূপ এক সংস্কার দিয়া গিয়াছেন, তাহাদের যুদ্ধকরণাবস্থাতে ইহা তাঁহার শক্তি বিশ্বাস্যতা ও বাৎসল্যে ভরসা করাইবার উপায় ও স্বর্গেতে তাহাদের জন্য যে প্রত্যাশা আছে তাহা স্মরণ করাইবার পর্ব্ব এবং তাঁহার আগ মন স্পৃহাকারিদের অপেক্ষিত মুকুটের নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা.

১০ স্বর্গের সুখ ও আনন্দের পূর্ব্বাস্বাদ হওয়াও ইহার তাৎপর্য্য, প্রভু এই সংস্কার স্থাপন করণ কালে কহিলেন "আমার পিতার রাজ্যেতে যে পর্য্যন্ত ইহা তোমাদের সহিত পুনর্ব্বার না পান করি সে পর্য্যন্ত

Digitized by Google

আর আমি তোমাদের সহিত এ দ্রাক্ষাফল পান করিব না" (মথিয় ২৬. ২৯.) যে পূর্ণানন্দের আস্বাদন এই সংস্কারে পাই তাহা বিভবের রাজ্যে সম্পূর্ণ রূপে প্রাপ্ত হইব, সংসারেতে সাধু গণের মধ্যে যে সম্মতি হইয়া থাকে তাহা পরকালীন উৎকৃষ্ট লোকের ভবিষ্যৎ সম্মতির আয়োজন মাত্র, আমাদের আরাধনার পাত্র ও ঐশ্বরিক বাৎসল্যের কৃতজ্ঞতা এবং পরস্পর প্রেম এই ২ বিষয়ের সম্বন্ধে আমরা প্রভুভোজন কালে এক প্রকারে স্বর্গের ভাবি অর্চ্চনা ও ঐক্যতা ও আনন্দের সাদৃশ্য করি সুতরাং ঈশ্বরের রাজ্যে বরপ্রাপ্তদের অপেক্ষিত যে অবিবৎসের স্বর্গীয় ভোজন তাহার সদৃশ ও পূর্ব্বস্বাদু স্বরূপ এই সংস্কারকে জ্ঞান করা কর্ত্তব্য.

তৃতীয় প্রকরণ

অথ প্রভুভোজনের উপযুক্ত গ্রাহকদের গুণ অর্থাৎ উত্তম রূপে গ্রহণ করণার্থে কি২ অধ্যয়ন ধ্যানাদি ক্রিয়া আবশ্যক তাহার বিবরণ.

ইহা আমাদের প্রস্তাবের অত্যন্ত গরিষ্ঠ অংশ, পরমেশ্বর তাঁহার আত্মার দ্বারা আমাদিগকে ইহা আলোচনা করিতে শক্তি দিউন.

Digitized by Google

১. প্রথমতঃ পুণ্য সহভাগের প্রকৃতি এবং অভিপ্রায় তোমাদের উপযুক্ত রূপে জানা কর্ত্তব্য, যাহারা "প্রভুর শরীর ভাবে না" তাহাদের প্রসঙ্গে পৌল প্রেরিত কহেন যে তাহারা "অনুপযুক্ত রূপে ভোজন পান করে"—অতএব অল্প বয়স্ক ব্যক্তিদের উচিত যে (প্রভু ভোজনের কথা যত্নের সহিত বিবেচনা করত এবিষয়ে ধর্ম্ম গ্রন্থের উক্তি সমাধি পূর্ব্বক পাঠ করে এবং ইহার অভিপ্রায় ও তাৎপর্য্য পুনঃ২ ধ্যান করে, প্রভু ভোজনের কথা এই২ স্থলে আছে যথা মথিয় ২৬. ২৬—৩০, মার্ক ১৪. ২২—২৬, লুক ২২. ১৫—২০ যোহন্নি ৬. ৩২—৫৮, প্রেরিতদের ক্রিয়া ২. ৪৬, এবং ২০. ৭ ১, করিন্থি ১০. ১৬—১৮, এবং ১১. ১—৭, ৩৪), ইহা করিলে এমত পুণ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে উত্তম রূপ বুঝিয়া পরমেশ্বরের যথার্থ সেবা করিতে পারিবে কেননা অনভিজ্ঞ হইলে সহভাগের উপযুক্ত পাত্র হয় না.

২. দ্বিতীয়তঃ আত্মকৃত পাপের নিমিত্তে যথার্থ ও কাপট্যরহিত নম্রতার আবশ্যক, আমরা "যাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছি তাঁহার উপর দৃষ্টি করিব এবং এক পুত্রশোকের ন্যায় শোকান্বিত হইব ও জ্যেষ্ঠ পুত্র তাপির ন্যায় তাপিত হইব" (জকরি ১২ ১০.)

Digitized by Google

আপনাদের অনেক পাপ হইয়াছে ইহা দৃঢ় রূপে অন্তরে বিশ্বাস করা সমস্ত ধর্ম্মের মূল আর আপনা দের স্বীয় চরিত্র ও দোষ ও অশুভ ও অযোগ্যতা এবং বিপদ এই সকলে দৃষ্টি না করিলে উদ্ধারের মুদ্রাক্ষর স্বরূপ সংস্কার বহুমূল্য জ্ঞান করিতে পারিব না, অতএব ধর্ম্মশাস্ত্র প্রমাণ যাহারা পূর্ব্বকালে নিজ দোষের কারণ খেদ ও বিলাপ করিয়াছিল তাহাদের ন্যায় আমাদের মতি ও উক্তি হউক এই প্রার্থনা আমাদের কর্ত্তব্য, অর্থাৎ যেন অব্রাহম ও যাকোব ও যোব ও দাবিদ ও ইশাইয়া ও শতসেনাপতি ও অনুশোচি লম্পট ও কর সঞ্চয়কারী ও শান্ত পৌল এই২ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের ন্যায় নিম্ন লিখিত স্থল প্রমাণ আমাদের বুদ্ধি ও বাণী হয় যথা আদিপুস্তক ১৮. ২৭, ও ৩২. ১০, যোব ৪০. ৪, ৫. এবং ৪১. ৫, ৬. গীত ৩৮. ৫১. ৭৭. লূক ১৫; ২১. এবং ১৮. ১৩. ১ করিন্থি ১৫. ৯, ১০. ১ তিম ১. ১২—১৬ আপনাদিগকে উপযুক্তরূপে দমন করিয়া নম্র করা অত্যন্ত কঠিন বটে কিন্তু পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ পাইবার নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে হইবে যেন তিনি জ্ঞান ও চৈতন্য দিয়া আমাদের অন্তঃকরণকে মৃদু ও নত করিয়া মনের প্রস্তরবৎ কাঠিন্য নষ্ট করত মাংসবৎ

Digitized by Google

কোমলতা প্রদান করেন এবং যেন আমাদের পতিত অবস্থা, ও তাঁহার শাস্ত্রের পবিত্রতা, ও পাপের অপকৃষ্টতা; ও যাঁহাকে রুষ্ট করিয়াছি এমত ঈশ্বরের মাহাত্ম্য, এবং খ্রীষ্টের অনির্ব্বচনীয় দুঃখ, আর আপনাদের অগণ্য অপরাধ ও ঈশ্বরের দয়া পাইবার উপযুক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহে নিতান্ত শক্তিহীনতা, ইত্যাদি বিষয়ের বাস্তবিক জ্ঞান আমাদিগকে দান করেন, ফলতঃ নম্র হইয়া প্রভুর ভোজন গ্রহণ করিতে হইলে এই২ প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ তথ্য বোধ অত্যন্ত আবশ্যক কেননা এ কার্য্যের সাধন কালে অহঙ্কার অত্যন্ত হেয়.

৩. তৃতীয়তঃ খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তেতে যে২ মঙ্গল হইয়াছে তাহার অনুরাগ ও ভোগ করিবার নিতান্ত ইচ্ছার প্রয়োজন আছে, পাপমার্জ্জনের নিমিত্তে অনেকের জন্য পাত হইয়াছে যে খ্রীষ্টের রক্ত তাহা লক্ষ্য করা এ সংস্কারের প্রধান অভিপ্রায়, অতএব যদি আপনাতে সর্ব্বপ্রকার ভরসাত্যাগ করিয়া কেবল খ্রীষ্টের গুণ এবং মৃত্যুকে শরণ না কর তবে তোমার মনের ভাব শুদ্ধ নহে, আর তোমাকে পুনঃ২ প্রার্থনা করিতে হইবেক যেন "ব্যবস্থাধীন আপনার সাধুতা যুক্ত না হইয়া খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস দ্বারা শ্রদ্ধান্বিত ঐশ্বরিক সাধুতা বিশিষ্ট

Digitized by Google

হইয়া খ্রীষ্টেতে ভুক্ত হও " (ফিল ৩, ৯.) ত্রাণ কর্ত্তার শরীর ও রক্তের পবিত্র লক্ষণ গ্রহণ করিবার সময়ে তোমাদের চেষ্টা কর্ত্তব্য যে যাদৃশ রুটী ও দ্রাক্ষরস দ্বারা দেহ তেজস্কর হয় তাদৃশ যেন তোমাদের আত্মা তাঁহার গুণ এবং প্রায়শ্চিত্তের সহভাগ প্রাপ্ত হয়.

৪. চতুর্থতঃ অনুগ্রহ সূচক নিয়মকে সমাদর এবং যত্ন পূর্ব্বক পুনঃস্বীকার করিতে উদ্যত হইতে হইবেক, সংস্কারকে খ্রীষ্টের রক্তে নূতন নিয়মের মুদ্রাক্ষর স্বরূপ কহি, ঐ নিয়মানুসারে যিশু খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের প্রতি আপনাদিগকে উৎসর্গ করা সমস্ত গ্রাহকদিগের আবশ্যক, অতএব যাহাতে তোমরা নিতান্ত দোষী কৃত হও এমত যে ক্রিয়াকাণ্ড এবং তোমাদের এক মাত্র শরণ এমত যে অনুগ্রহ সূচক নিয়ম এ উভয় প্রস্তাবে ধর্ম্ম শাস্ত্রের উক্তি বিবেচনা কর, যথা রোম ৩. ৯—২০, এবং ২৭, এবং ৪. ৪, ৫, এবং ৭. ৪—৬. গাল ৩. ১০—১৩ এবং ৪. ২১—৩১ হিব্রি ৮. ৬—১৩ যিশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস দ্বারা অনুগ্রহ জাত পরিত্রাণের উপদেশ তোমাদের বুঝিতে হইবে, ঐ দয়া সূচক নিয়মের অংশী হইতে চেষ্টা করিতে হইবে, আপনারা এবং আপনাদের সমস্ত বস্তু যেন মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়া তোমাদের অধিকার নহে এমত জ্ঞান

Digitized by Google

করিয়া ঈশ্বরের সেবাতে তাহা নিবেদন করিতে হইবে, বিনয় ও আনন্দ পূর্ব্বক এক ভাবে তাঁহার শাসনে সর্ব্বদা চলিতে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, আর যখন প্রভুর মেজের নিকটে আসিবা তখন উক্ত নিয়ম মুদ্রাঙ্কর করিয়া তাহা পালন করিতে প্রতিজ্ঞা করিবা এবং ইহার সংযুক্ত বর প্রাপ্তির নিশ্চয়জ্ঞান পাইয়া ইহা যে প্রবোধ ও ক্ষমা ও শক্তি প্রদান করিবার সাধন তাহা ভোগ করিতে প্রত্যাশা করিবা.

৫. পঞ্চমতঃ তোমরা পাপের দাসত্ব অবশ্য একান্ত ত্যাগ করিবা, তোমরা বাপ্তিস্মকালে শপথ করত ইহা করিতে স্বীকৃত হইয়াছ কেননা তখন "শয়তানকে ও তাহার সমস্ত কর্ম্ম এবং এই দুষ্ট সংসারের মিথ্যা আড়ম্বর ও ব্যর্থ বস্তু আর ইন্দ্রিয়ের দুষ্ট ইচ্ছা এ সকল ত্যাগ করিতে অঙ্গীকৃত হইয়াছ" পুণ্য সহভাগ গ্রহণ করিবার সময়ে ঐ প্রতিজ্ঞা পুনর্ব্বার দৃঢ় করিতে হয় নচেৎ যথার্থ রূপে সহভাগ হয় না, কেননা পাপেতে রত থাকিলে খ্রীষ্টেতে ভক্তি থাকে না, ঈশ্বর ও কুবের উভয়কে সেবা করিতে পার না, যদি খ্রীষ্টের নাম লইলেই দুষ্কর্ম্ম হইতে দূরবর্ত্তী হইতে হয় তবে খ্রীষ্টীয় ভজনার অত্যন্ত গরিষ্ঠ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে ততোধিক রূপে পাপ

Digitized by Google

হইতে বিমুখ হওয়া আবশ্যক, পাপের সমস্ত অঙ্গ নষ্ট করত সংসারের অশুদ্ধ আমোদ হইতে নিবৃত্ত হইয়া শয়তানের সেবা ত্যাগ করা, মানসিক চিন্তা ও শারীরিক কার্য্যের বিষয়ে পবিত্রতাতে বর্দ্ধমান হইবার বাসনা, যথার্থও বাস্তবিক ধার্ম্মিকতা বৃদ্ধি করিবার জন্য সমস্ত উপায় যত্ন পূর্ব্বক অবলম্বন করিতে প্রতিজ্ঞা করা, আপনাদের অসংখ্য দোষ ও অপরাধ ঈশ্বরের সম্মুখে খেদ পূর্ব্বক স্বীকার করা, ভাবি কালে ঈশ্বরের শাসনের বশী হইবার জন্য তাঁহার দয়াতে ভরসা, এবং "পশ্চাদ্গত বিষয় বিস্মরণ করিয়া পূর্ব্বস্থিত বিষয় প্রাপ্তির চেষ্টা করত যিশু খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট আহ্বান স্বরূপ পারিতোষিকের নিমিত্তে লক্ষ্যের প্রতি ধাবমান হওয়া" (ফিল. ৩০ ১৩, ১৪.) এই২ মনোবৃত্তিতে পুণ্য সহভাগ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত অবস্থা জন্মে.

৬ ষষ্ঠতঃ তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক জন অন্যের অপরাধ মনের সহিত মার্জ্জনা করিবে; (মথিয় ১৮. ৩৪) "যদি বেদির নিকট আমাদের বলিদান আনিলে আমাদের মনে পড়ে যে আমাদের ভ্রাতার বিরুদ্ধে কোন বিষয়ে দোষী আছি তবে তৎক্ষণাৎ নৈবেদ্য রাখিয়া গিয়া পূর্ব্বে ভ্রাতার সহিত মিলন করিতে

Digitized by Google

হইবে পরে আসিয়া নৈবেদ্য উৎসর্গ করিব" (মথিয় ৫. ২০—২৪) আর "যেমন নিজ অপরাধি দিগকে ক্ষমা করিতেছি সেই মত আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর" প্রভুর প্রার্থনার মধ্যস্থিত এই যাঞ্চাও ঐ কর্ম্ম করিতে শিক্ষায়, আমাদের বিরুদ্ধে কেহ কোন অল্প দোষ করিলে যদি তাহা মার্জ্জনা করিতে অনিচ্ছু হই তবে আপনাদের পাপের বোধে অন্তঃকরণে অনুতাপ করত অযোগ্য হইয়াও দৈব ত্রাণ কর্ত্তার যন্ত্রণা ও মরণ দ্বারা ক্ষমা পাইতে স্পৃহা করিয়া সহভাগে উপস্থিত হওয়া অসাধ্য, অতএব সহভাগ গ্রহণ করিবার এক প্রধান গুণ এই যে আপনার বিরুদ্ধে সমস্ত অপরাধিকে মনের সহিত ক্ষমা করত নিজ চিত্ত হইতে হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা দ্বন্দ যথা সাধ্য উৎপাটন করিয়া ত্রাণকর্ত্তৃ ঈশ্বরের কারুণ্যের অনুগামী হই কেননা তিনি "কৃতঘ্ন ও দুষ্টেরও উপকার করেন."

৭ সপ্তমতঃ তোমরা সকলের সহিত সদ্ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিবা, অনিষ্টকারিদিগকে ক্ষমা করিবা কেবল ইহা নহে কিন্তু তাহাদিগকে স্নেহও করিয়া ঈশ্বরের অনুরোধে সমস্ত খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী ও সমস্ত মনুষ্য জাতির মঙ্গল চেষ্টা করিবা, ভক্তির

Digitized by Google

ঐক্যভাব এবং প্রেমের আলাপ ও আত্মার মিলন আর সেবকদের মধ্যে পরস্পর এক জনের অন্যেতে মনোযোগ, এই২ কর্ম্ম খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অলঙ্কার স্বরূপ, সুসমাচারের ফল রক্ষা ও বৃদ্ধি করা প্রভু ভোজনের এক বিশেষ অভিপ্রায়, অতএব আমরা ঈশ্বরের ধন্য আত্মার অনুগ্রহ অবশ্য প্রার্থনা করিব যেন তিনি আমাদিগকে ঐ রূপ প্রবৃত্তি দেন, এবং আমরা অপাত্র হইলেও খ্রীষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন ইহা দেখা ইয়া তাঁহার অনুরোধে পরকে বিশেষতঃ আপনা দের ভক্ত ভ্রাতৃগণকে স্নেহ করান, এই রূপে দেহের বিবিধ অঙ্গের ন্যায় খ্রীষ্টীয়েরা এক প্রেম বন্ধনে বদ্ধ হইবে,'' আমরা বহু হইয়াও এক রুটী স্বরূপ হইব কেননা আমরা সেই এক রুটীর সহভাগী" (১ করিন্থি ১০. ১৭.)

৮. অষ্টমতঃ আপনাদের পরীক্ষা অবশ্য করিবা; যে সহভাগ করিবে সে আপনার পরীক্ষা করিয়া ঐ রুটী ভক্ষণ ও পাত্র পান করুক, (১ করিন্থি ১১. ২৮.) এই বিধি এমত স্পষ্ট ও একান্তরূপে উক্ত হই য়াছে যে ইহা আমাদের বিবেচনার এক প্রশস্ত অঙ্গ, ঈশ্বরের গোচরে আমরা কি ভাবে আছি ইহা প্রথম পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য, আমরা কেমন লোক?

Digitized by Google

কোথা যাইতেছি? ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমাদের অবস্থা কেমন? আমাদের পরিত্রাণের কি২ প্রমাণ আছে? এই২ বিষয়ে আপনাদিগকে প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য; আমরা তেজস্কর ভক্তি দ্বারা খ্রীষ্টেতে সংযুক্ত আছি কি না? আমরা সদাত্মার দ্বারা নূতনীকৃত ও শুদ্ধ হইয়া তাঁহার অনুগ্রহেতে পুনর্জ্জাত হইয়া ক্রমশঃ পবিত্র মতি ও ব্যবহারে বর্দ্ধমান হইতেছি কি না? আমরা কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি পূর্ব্বক ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে আচরণ করত আপনাদের অসংখ্য অপরাধের জন্য অনুতাপ করিয়া তাঁহার শাসনে আধিক্য রূপে থাকিতে চেষ্টা করিতেছি কি না? ইহা মনে২ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য. দ্বিতীয়তঃ যে পুণ্য পর্ব্ব পালন করিব তাহার যথার্থ বোধ আমাদের আছে কি না? আমরা প্রভুর শরীর আলোচনা করি কি না এবং এ বিধানের প্রকৃতি ও তাৎপর্য্য এবং অধিকারিদের লক্ষণ ও ইহা গ্রহণের সম্ভাব্য বর আর গ্রহণানন্তর বিহিত চরিত্র ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের যথার্থ অনুভব আছে কি না? ইহা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য. তৃতীয়তঃ প্রভুর ভোজনে যে বর প্রাপ্তি ও কার্য্য শক্তির লাভ হইয়া থাকে তদ্বিষয়েও পরীক্ষা কর্ত্তব্য, এ স্থলে আমাদের নিমিত্তে

Digitized by Google

অবতীর্ণ হইবাতে খ্রীষ্টের যে বিনয় ও করুণা প্রকাশিত হইতেছে তাহা আমরা নিষ্কলঙ্ক সমাদর পূর্ব্বক চিন্তা করি কি না, এবং ইম্মানুএলের অতুল্য যন্ত্রণা অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত পরিচর্য্যা কালে তিনি যে বৈপরীত্য লজ্জা বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা গ্রস্ত হইয়াছিলেন ও ক্রুশাপণের ঘোর বেদনার কালে যে অনির্ব্বচনীয় উদ্বেগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা আমরা বাস্তবিক খেদের সহিত ভাবি কি না? ইহা মনেং জিজ্ঞাসা করা উচিত, তাঁহার সমস্ত যন্ত্রণার কারণ, অর্থাৎ আমাদের পাপের নিমিত্তে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার ক্রোধ, তাহা আমরা বুঝি কি না? আমাদের অপরাধের নিমিত্তে আঘাত পাইয়াছিলেন ও আমাদের দোষের কারণ ক্ষত করিয়াছিলেন এবং নিষ্পাপী হইয়াও আমাদিগকে তাঁহার ঐশ্বরিক সাধুতা করিতে আমাদের কারণ পাপ স্বরূপ হইয়াছিলেন, ইহা আমরা প্রত্যয় করি কি না, তাহা নিজ চিত্তকে প্রশ্ন করা উপযুক্ত, ঈশ্বরাত্মজের এ তাবৎ দুঃখের করণ যে আমাদের অসংখ্য দোষ তাহাতে যথার্থ রূপে আমরা শোকান্বিত আছি কি না, ইহা আলোচনা কর্ত্তব্য, আপনাদের পাপের নিমিত্তে নম্র ও অপ্রতিভ হইয়া অন্তঃকরণের সহিত খেদ করত ঈশ্ব

Digitized by Google

রের সম্মুখে যথার্থ রূপে স্বীকার করিতে এবং শয়-তানের সহিত সম্বন্ধ ছেদ করিয়া খ্রীষ্টের বশে আ-সিতে আকাঙ্ক্ষিত আছি কি না, ইহা অন্তরে জিজ্ঞাসা করিতে হইবেক, মৃত্যু হইতে জীবন প্রাপ্ত লোকের ন্যায় প্রভুর প্রশংসা বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবার নিমিত্তে তাঁহার সেবাতে আমাদের শরীর ও আত্মা উৎসর্গ করিতে বাস্তবিক ইচ্ছান্বিত আছি কি না? ইহা নিশ্চয় করিতে চেষ্টা আবশ্যক, এবং আমাদের কি২ বিষয়ে পতনের বিশেষ সম্ভা বনা আছে? আমাদের পরীক্ষা, ও কর্ত্তব্য, ও অপূর্ণ তাইবা কি? কি২ পাপ আমাদিগকে আত্যন্তিকরূপে আশ্রয় করিয়াছে এবং কোন্ ইচ্ছা আমাদের অত্যন্ত প্রবল তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য যেন পুণ্য সহভাগ গ্রহণে আমাদের বিশেষ অভাব জানিয়া অনুগ্রহের প্রার্থনা করিতে পারি, যাহারা আমাদের বিপরীত অপরাধ করিয়াছে তাহাদিগকে মার্জ্জনা করি কি না? শত্রু দিগকেও স্নেহ করি কি না, এবং দ্বেষ্টৃগণেরও উপকার করিতে ইচ্ছা করি কি না, ধর্ম্মের পরিচারকেদের সহিত থাকিতে ও তাহাদের পরামর্শ ও অনুযোগ শুনিতে ও মানিতে এবং মণ্ডলীর শান্তি কুশল ও বৃদ্ধির সাধন করিতে যত্ন করি কি

Digitized by Google

না ইহা স্থির করা আবশ্যক, এই রূপে যাদৃশ চিকিৎসক রোগির অবস্থা নিশ্চয় করিয়া উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করণার্থে তাহার বিষয় যত্ন পূর্ব্বক পরীক্ষা করে, কিম্বা যাদৃশ কোন বিষয়প্রাপ্ত ব্যক্তি আপন বিষয়ের অধিকৃতি বিহিত কি না ইহা নিশ্চয় করিবার নিমিত্তে বিষয়ের ক্রয়পত্রাদি নিরীক্ষণ করে, তাদৃশ আমাদের অন্তঃকরণ ও চরিত্র পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য, চতুর্থতঃ আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যিশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় ভক্তি ও জ্ঞানের বিষয়েও আত্মপরীক্ষা করিতে হইবেক, যে২ বিষয় পূর্ব্বে লিখিয়াছি তাহা খ্রীষ্টীয় চরিত্রের প্রথমাবস্থার কথা, কিন্তু সহভাগ গ্রহণের সময়ে ইহা ব্যতিরিক্ত আমাদের ধর্ম্মনিষ্ঠার বৃদ্ধি বিবেচনা করত অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া পারমার্থিক যাত্রাতে ক্রমশঃ গমন করিতেছি কি না তাহা নিশ্চয় করা আবশ্যক, অতএব পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের ধর্ম্ম জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়াছে কি না? আমাদের ভক্তি ও পরস্পর স্নেহ বৃদ্ধি পাইতেছে কি না? আমাদের মনের ভাব ও প্রবৃত্তি অধিক শুদ্ধ ও পারমার্থিক হইয়াছে কি না? এবং আমাদের স্বভাব আধিক্যরূপে মৃদু ও খ্রীষ্টের সদৃশ হইয়াছে কি না? আমরা নিস্পৃহা সহিষ্ণুতা বিনয়

Digitized by Google

এবং ঈশ্বরাজ্ঞার বশীভূততাতে বৃদ্ধি পাইতেছি কি না? আমরা উত্তরোত্তর খ্রীষ্টের সেবাতে অধিক উৎসাহান্বিত ও যত্নবান হইতেছি কি না? তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি বাড়িতেছে কিনা? আমরা প্রার্থনাতে অধিক ব্যগ্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও ধ্যানেতে অধিক সত্বর এবং আমাদের কথোপকথনাদিতে অধিক সতর্ক এবং সরল হইয়াছি কি না? আমরা পাপ মাত্রকে সর্ব্বতোভাবে উত্তরোত্তর অধিক অপকৃষ্ট জ্ঞান করত আপনাদের মনের ও চরিত্রের অভিরত দোষ পর্য্যন্ত সমস্ত পাপকে, সকল দুঃখের মূল এবং ঈশ্বর ও ধর্ম্মের বিপরীত, আর আমাদের স্বভাব হেয় হইবার কারণ, বোধ করি কি না? আমরা এবম্ভূত জ্ঞানে পাপকে ঘৃণা পূর্ব্বক দমন করত আপনাদের ভাবনা ও কার্য্যেতে ইহার অবশিষ্ট অংশের জন্যে খেদ করি কি না? এই সমস্ত বিষয় নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, অন্যের সহিত ব্যবহারে আমরা অধিক সত্য ও ন্যায়াচরণ করি কি না? এবং পিতাপুত্র স্বামিভৃত্য স্ত্রীপুরুষ ভ্রাতৃভগিনী ইত্যাদির পরস্পর ধর্ম্মপালনে অধিক মনোযোগী আছি কি না ইহা বিবেচনা করা উচিত, এবং আমাদের কথোপকথন খ্রীষ্টের সুসমাচারানুযায়ি হই

Digitized by Google

তেছে কি না ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের সঙ্গ আদর পূর্ব্বক ইচ্ছা করিয়া স্বর্গেতে তাহা সম্পূর্ণরূপে পাই বার কামনাতে আছি কি না? ইহাও আলোচনা করা শ্রেয়ঃ, এই প্রকার আত্মপরীক্ষার সময়ে আপ নাকে যেন ঈশ্বরের সম্মুখবর্ত্তী জ্ঞান করিয়া যথার্থ বিবেচনা করিতে চেষ্টা করিবা এবং প্রার্থনা করিব যেন ঈশ্বর তোমাদের হৃদয়ের অন্ধতা দূর করিয়া বুদ্ধিকে প্রেরণ করেন, অহঙ্কার ও আত্মশ্লাঘাতে যেন ভ্রান্ত না হও এবং আপনাদের সাধুতা প্রকাশ করিতে যেন বাসনা না কর কিন্তু যেন খ্রীষ্টীয় সেব কের ন্যায় আপনাদের বাস্তবিক অবস্থা জানিতে পারিয়া সহভাগ গ্রহণে পারমার্থিক উন্নতি পাও এ জন্য সত্বর থাকিবা, আর নিজ পাপবিষয়ে চেতন পাইয়া নিরুৎসাহ হইও না কিন্তু ইহার জন্য অধিক অনুতাপ করত ঐ পুণ্য সংস্কারে ঈশ্বরের সম্বিৎ দেখিয়া তাঁহাকেই শরণ করিবা, আত্ম পরী ক্ষার অভিপ্রায় এই যে আপনাদিগকে সূক্ষ্ম রূপে জানিতে পারিয়া খ্রীষ্টীয় ভক্তি ও প্রেম ও আজ্ঞা পালনে বর্দ্ধমান হও.

৯. ধ্যান ও প্রার্থনা করিতে অভ্যাস করিবা, একা ন্ত নিষ্ঠা সূচক আরাধনার সহিত অন্যান্য গুণের

Digitized by Google

যোগ করিতে হইবেক, যে বিষয়ে আত্মপরীক্ষা করিতে কহিয়াছি সে সকল বিষয় ধ্যান ও চিন্তা করিতে হইবেক যেন আমাদের সমস্ত জিজ্ঞাস্য কথাতে মনঃসংযোগ জন্মে এবং তাহা যেন মনেতে মুদ্রিত হয়, হৃদয়ের অনুরাগ ব্যতিরেকে কেবল তর্ক ও বিচারে খ্রীষ্টীয় লোকের কোন উপকার হইবে না, কেননা জিজ্ঞাসা এবং ধ্যান, জ্ঞান এবং মনঃসংযোগ উভয়ই আবশ্যক, আর যে পুণ্য পর্ব্ব রক্ষা করিব তদ্বিষয়ক ধর্ম্ম শাস্ত্রের বচনও ধ্যান করিতে হইবেক, ত্রাণ কর্ত্তার দুঃখভোগের বৃত্তান্ত অন্তঃকরণের সমস্ত সৎপ্রবৃত্তির উদ্রেক করিতে পারে, শিষ্যগণের সহিত প্রভুর শেষ কথা এবং তাঁহার শেষ প্রতিসাধন স্বরূপ স্তবও ঐ রূপ মনে উৎসাহ জন্মাইতে পারে, প্রাচীন শাস্ত্রেতে বিশেষতঃ ইশাইয়াহ প্রবাচকের গ্রন্থেতে প্রোক্ত ভাবি ত্রাণকর্ত্তার চরিত্র যন্ত্রণা ও মরণ এবং তাঁহার রাজ্যের বৃদ্ধি ও মণ্ডলীর যশঃ ইত্যাদি সম্বন্ধীয় কথাও এতাদৃশ শ্রেয়স্কর, ধর্ম্মশাস্ত্রের স্তোত্রাদি বিশেষতঃ গীত সংহিতার ভক্তি সূচক বচনও এমত উৎসাহজনক যে তদ্বিষয়ে বাক্য বাহুল্যের আবশ্যক নাই, এতদ্ভিন্ন আমাদের মণ্ডলীর ব্যবহার্য্য সহভাগের বিধান

Digitized by Google

হই, পুণ্য সহভাগ গ্রহণের পর প্রার্থনা করিতে হই বেক যেন পরমেশ্বর আমাদিগকে তাঁহার সদাত্মা দান করেন, যেন আমরা আমাদের বন্ধন স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করত তাঁহার আজ্ঞা পালন এবং সমস্ত কর্ম্মেতে ধার্ম্মিক ভাবে আচরণ করিতে শক্তি পাই.

ধ্যান ও আত্মপরীক্ষার নিমিত্তে উক্ত বিষয় সমূহ বর্ণনা করাতে আমার এমত ইচ্ছা নহে যে সমস্ত অল্প বয়স্ক লোক এ সকল কথাতে মনোযোগ করে, অবকাশানুসারে ক্রমে২ মনোযোগ করিলে হানি নাই, কেননা স্থূল কথা এই যে ভক্তি ভাব হওয়া আবশ্যক.

১০. প্রভুর ভোজন গ্রহণ করিবার সময় সম্ভ্রম ও ভয় পূর্ব্বক ঈশ্বরের বর প্রতীক্ষা করিবা, আনন্দ জনক প্রত্যাশা এবং ধর্ম্মের ভয় না থাকিলে আমাদের অন্যান্য আয়োজনে অনেক দোষ জন্মিবে; ত্রাণ কর্ত্তার স্নেহের বন্ধক, তাঁহার মরণের স্মরণ, তাঁহার দুঃখ ভোগের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি, তাঁহার নিয়মের মুদ্রাক্ষর এবং তাঁহার দয়ার নিশ্চয় বোধ ইত্যাদি স্বরূপ বিধানের নিকটবর্ত্তী হইলে মনকে অত্যন্ত উচ্চ করা কর্ত্তব্য, তাঁহার স্নেহ এবং দয়া এবং সত্যতা অতি আধিক্যরূপে প্রতীক্ষা করিতে হইবেক,

Digitized by Google

আমাদিগকে এরূপে তাঁহার সহবাসী করাতে এবং পারমার্থিক ভাবে তাঁহার অমূল্য শরীর ও রক্তের সহিত আমাদের পোষণ করাতে এবং আমাদের মর্ত্য স্বভাবের দুর্ব্বলতাতে অধোদৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে তাঁহার দয়ার এমত প্রত্যক্ষ চিহ্ন দেওয়াতে যে অনির্ব্বচনীয় প্রেম প্রকাশ হইয়াছে তাহা অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া ধ্যান করা কর্ত্তব্য, আমাদের ভক্তি যৎপরোনাস্তি উচ্চতম করা এবং সামান্যাপেক্ষা অধিক তেজেতে আমাদের প্রত্যাশা ও আনন্দ বৃদ্ধি করা উচিত, পারমার্থিক শক্তির বৃদ্ধি, ও ক্ষান্তি সূচক দয়ার উৎসাহ দায়ক জ্ঞান এবং প্রেম, ও সহ ভাগের উচ্চ ব্যাপার, ও বরদায়ি ঈশ্বরের সম্মুখ বর্ত্তী হইবার পবিত্র সাহস, আর ভবিষ্যৎ সহায়তা ও সর্ব্ব শেষে জয়প্রাপ্তির সুখজনক প্রত্যাশা, এই২ বিষয় অতিরিক্ত রূপে লাভ করিবার আয়োজন কর্ত্তব্য, সামান্যরূপে প্রত্যাশা করিলে এতাদৃশ অদ্ভুত কার্য্যাধিকারের উপযুক্ত হয় না, কিন্তু এই সকল ব্যগ্রতার সহিত সম্ভ্রম ও ভয় অবশ্য মিশ্রিত হইবে, "তাঁহার ভক্তগণের সভাতে পরমেশ্বরকে ভয় করা আবশ্যক এবং তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলে তাঁহার সম্ভ্রম করুক" আমাদিগকে

Digitized by Google

"ভয় ও কম্পনের সহিত পরিত্রাণের সাধন করিতে হইবে," বিশেষতঃ যখন ঈশ্বরের অতি নিকটবর্ত্তী হই তখন সত্য ও গাম্ভীর্য্যের সহিত মনকে নম্র করা কর্ত্তব্য, এবং আমাদের "দণ্ডায়মান হইবার স্থানকে অত্যন্ত পুণ্য জ্ঞান করিয়া পাদ হইতে পাদুকা বাহির করিতে যেন এক প্রকার ইচ্ছা করি," ঈশ্বর হইতে আমাদের যে অসীম দূরতা এবং আমাদের অসংখ্য অপরাধ ও প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন, আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ মহাশত্রু ও অপেক্ষিত পরীক্ষা, মনের বঞ্চকতা কাপট্য ও দুষ্টতা, এবং ঈশ্বরের অব্যবহিত পাদপাঠের নিকটস্থ হওনের, অথবা খ্রীষ্টের দেহ ও রক্তের প্রতিষ্ঠিত লক্ষণ গ্রহণ করণের গুরুতা, এবং যেখানে ত্রাণকর্ত্তা বিশেষ রূপে বাস্তবিক উপস্থিত আছেন এমত রহস্য বিষয়ের উৎসব, ও আজ্ঞা পালন এবং শুদ্ধা করিবার যে গরিষ্ঠ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা নূতন করিবার উৎকৃষ্টতা, এই২ কথা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য.

যদি এইরূপে এ বিধানের শাস্ত্রসিদ্ধ জ্ঞান অতি আদরপূর্ব্বক ধারণ করি, যদি আমাদের যথার্থ অধিকারের যোগ্য প্রত্যাশা করিয়াও আপ

Digitized by Google

নাদের অযোগ্যতা ও দোষ না বিস্মরণ করি, যদি ঈশ্বরের পরিবারে গৃহীত পোষ্য সন্তানের ন্যায় উৎসাহান্বিত হইয়াও এমত দয়া সম্ভ্রমপূর্ব্বক সৎপুত্রের ন্যায় ধ্যান করি, তবে তাহাতে ভরসা করিতে পারি যে আমরা উপযুক্ত রূপে প্রভুর ভোজন গ্রহণ করিতে আয়োজন করিয়াছি.

চতুর্থ প্রকরণ.

অথ প্রভুভোজন গ্রহণ করিবার ফল.

প্রভুভোজন গ্রহণ করিবার ফল নানাবিধ এবং অতি গরিষ্ঠ, ইহার অভিপ্রায় এবং যথার্থ গ্রাহকদের গুণের বিষয়ে যাহা২ পূর্ব্বে কহিয়াছি তাহা হইতে উপস্থিত প্রকরণের কিয়দংশ উহ্য হইতে পারে, অত এব সম্প্রতি ইহার বাহুল্য বর্ণনার আবশ্যক নাই.

১. ইহাতে প্রথমতঃ আমরা ভক্তির বৃদ্ধি রূপ বর প্রাপ্ত হই; খ্রীষ্টের শরীর ও রক্তের প্রত্যক্ষ চিহ্ন দেখিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে উপদেশ পাই, এবং আমাদের সংশয় ও সন্দেহ হ্রাস হয়, রুটী ভগ্ন হইবার সময়ে আমরা প্রভুর আঘাত গ্রস্ত শরীর ক্রুশোপরি ঝুলিতে যেন দেখি, এবং দ্রাক্ষারস ক্ষরিবার সময় তাঁহার বিদ্ধ পার্শ্ব হইতে রক্ত

Digitized by Google

বহিতে যেন দৃষ্টি করি, আর উভয়েতেই তাঁহার আত্মাকে পাপের নিমিত্তে উৎসর্গ হইতে দর্শন করি এবং ভক্তি পূর্ব্বক চক্ষু তুলিলে থোমার ন্যায় আমাদের অবিশ্বাস ছিন্ন হয় এবং আমরা তাহার ন্যায় এই বলিয়া চীৎকার করিতে উৎসাহ পাই যে "হে আমার প্রভু ও আমার ঈশ্বর."

২. দ্বিতীয়তঃ পাপমার্জ্জনরূপ বরের প্রাপ্তি হয়, অনুতাপ করিলেও সুসমাচারে বিশ্বাসী হইলে যে পাপ মার্জ্জন রূপ বর সামান্য প্রকারে লাভ হয় তাহা সহ ভাগি ব্যক্তি বিশেষতঃ উপার্জ্জন করে, সহভাগি ব্যক্তি তারাক্রান্ত চিত্তেতে আসিয়া ক্রুশে হত ত্রাণ কর্ত্তাকে দেখিয়া সমস্তপাপের মার্জ্জনা অর্জ্জন করে, এবং ময়মাণ উদ্ধার কর্ত্তার বাক্য যেন বাস্তবিক তাহার কর্ণগোচর হয় যথা "হে পিতঃ উহারদিগকে ক্ষমা কর;" সে ব্যক্তি "প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করে" এবং ধ্যান করিয়া আপন উপকারের জন্য ঐ মহৎ প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করে.

৩. তৃতীয়তঃ আমরা খ্রীষ্টের সহিত ঐক্যভাব স্বরূপ বর পাই, খ্রীষ্টীয় লোক পরমার্থ ভাবে খ্রীষ্টের মাংস ভক্ষণ ও রক্ত পান করে, সে খ্রীষ্টেতে বাস করে এবং খ্রীষ্ট তাহাতে, সে খ্রীষ্টের সহিত এক এবং খ্রীষ্ট তাহার সহিত, যাহা অন্য কোন প্রকারে

Digitized by Google

সাধ্য নহে এমত মিলন সহভাগে খ্রীষ্টের সহিত হয়, অতএব এ বরের মূল্য কে পরিমাণ করিতে পারে? দৈব ত্রাণ কর্ত্তার সহিত এমত নৈকট্যভাব, তাঁহার কৃত উপকারের এমত পারমার্থিক ভোগ, তাঁহার কৃত ত্রাণ দয়া ও প্রেম প্রাপ্তির এমত আনন্দ জনক নিশ্চয় বোধ, এই বিষয়ের মাহাত্ম্য কে বর্ণনা করিতে পারে?

৪. চতুর্থতঃ ইহাতে আমরা সদাত্মার দ্বারা মুদ্রাঙ্করিত্ত হই, এ প্রকারে এক বিশেষ বর দত্ত হয়, সদাত্মা যাঁহার শক্তি ধর্ম্ম সাধনের সমস্ত ক্রিয়াতে প্রকাশ পায় তিনি ত্রাণ কর্ত্তার স্নেহের এই চিহ্ন বিশেষরূপে শুভ করেন, "ছিন্ন তৃণের উপর জল ধারার ন্যায় পৃথিবীকে সিক্ত করে যে বর্ষা" তাহার সদৃশ হইয়া তিনি ঐ সহভাগে উৎকৃষ্টরূপে আগমন করেন, অর্থাৎ তিনি খ্রীষ্টের "বস্তু গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া" তাঁহার পক্ষে সাক্ষী হন এবং দয়ার উজ্জ্বল প্রত্যাশা ও সান্ত্বনার আধিক্য ভক্তগণের অন্তঃকরণে উদ্ভব করাইয়া মুদ্রাঙ্কর করেন.

৫. পঞ্চমতঃ ইহাতে আমরা ঈশ্বরের সন্তানবৎ হইয়া গৃহীত হই, আমরা অপরাধির দণ্ড হইতে

Digitized by Google

মুক্ত হইয়া সন্তানের পদে উন্নত হই, "ব্যবস্থার অভিশাপ হইতে খ্রীষ্ট আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন যেন আমরা পোষ্য পুত্রত্ব পাই, এবং আমরা পুত্র এ জন্য ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া প্রভু ভোজনে আমাদিগকে তাঁহার পুত্রের আত্মা প্রেরণ করেন তাহাতে ডাকি আব্বা হে পিতঃ" গাল ৩. ১৩ এবং ৪. ৫,৬. এমত উচ্চপদের কথাতে চমৎকৃত হইয়া হঠাৎ অবিশ্বাসের সম্ভাবনা হইতে পারে, কিন্তু দেখ এ পুণ্য রহস্য দ্বারা পরমেশ্বর তাঁহার ভক্তবাৎসল্য জ্ঞাপন করত তোমাদিগকে সন্তানের খাদ্য দিয়া ঈশ্বরের পুত্র ও পুত্রীবৎ ব্যবহার করিতেছেন, তিনি তোমাদিগকে সন্তানের ন্যায় অধিকার ও আত্মা ও প্রত্যাশা দান করেন.

৬. ষষ্ঠতঃ ইহাতে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার উদ্ভব হয়, এই স্তোত্র স্বরূপ উৎসবেতে আমরা দয়ালু ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কি পর্য্যন্ত ঋণ তাহা জানিতে পাই এবং অন্তঃকরণের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ অনির্ব্বচনীয় আশীর্ব্বাদ পাই. যিনি "জগতের প্রতি এমত স্নেহ করিলেন যে আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে প্রদান করিলেন তাহাতে যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে সে নষ্ট না হইয়া অনন্ত

Digitized by Google

জীবন পায়" (যোহন্নি ৩. ১৬) তাঁহাকে ভক্তি করিতে আমরা প্রবৃত্তি পাই, যে পথে চলিয়াছি এবং যে২ দয়া ও সত্য পাইয়াছি তাহাতে দৃষ্টি করিতে উপদেশ পাইয়া গীত কারকের ন্যায় কহি, "আমি পরিত্রাণের পাত্র গ্রহণ করিব এবং প্রভুর নাম ডাকিব, আমি এক্ষণে তাঁহার সমস্ত লোকের সম্মুখে আমার ব্রত উৎসর্গ করিব" (গীত ১১৬. ১৩, ১৪.)

৭. সহভাগ গ্রহণে খ্রীষ্টেতে প্রেমের উজ্জ্বলনও হয় কেননা এ বিধান পুণ্য প্রেমের উৎসব, যন্ত্রণা গ্রস্ত প্রভুকে উপস্থিত দেখিলে এবং তাঁহার দুঃখ ও দয়ার চিহ্ন পাইলে অবশ্য তাঁহার প্রতি প্রেম ও ভক্তির উদ্ভব হইতে পারে, তিনি হস্ত পাদ মস্তকেতে অসহ্য যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার হৃদয় হইতে রক্ত ও জল ক্ষরিয়াছিল ইহা বিবেচনা করিলে মনেতে অবশ্য অনুরাগ ও ভক্তি জন্মিতে পারে, এবং তাঁহাকে জীবনের রুটী ও পরিত্রাণের পাত্র আমাদের প্রতি বিস্তার করিতে দেখিলে আমাদিগকে উত্তর করিতে হইবে যে "তোমার স্নেহ মধুর অপেক্ষা স্মরণ করিব, সাধু লোকেরা তোমাতে প্রেম করে."

Digitized by Google

৮. পাপের অপকৃষ্টতা উক্ত কর্ম্মদ্বারা আত্মিক্য রূপে বুঝিতে পারি, অনেক চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তু আমাদিগকে পাপের দুষ্টতার বিষয়ে অচেতন করিয়া তাহাতে বিরক্তির হ্রাস করাইয়া থাকে ইহা ভাবিলে এ প্রকার উপদেশকে ক্ষুদ্র কহিতে পারিনা, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যে পাপ করিয়াছি তাহার দোষ এবং ঘৃণার্হতা সর্ব্বদা অতি গভীররূপে স্মরণ করিলেই আমাদের নিস্তার হইতে পারে, অতএব প্রভুর ভোজনে এ বিষয়ে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, পাপের নিমিত্তে পরমেশ্বর হইতে দূর হইয়াছি ইহা ঐ সংস্কারে মনে করিয়া খ্রীষ্টীয় লোক পাপের অপকৃষ্টতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, এবং উদ্ধার কর্ত্তার দুঃখ ভোগ দেখিয়া পাপের দুষ্টতা বুঝিতে পারে, আর পাপ মার্জ্জনের নিমিত্তে যে প্রায়শ্চিত্ত ঈশ্বর চাহিয়াছিলেন তাহা বিবেচনা করিয়া পাপের প্রতি তাঁহার দ্বেষ দেখিতে পায়, এই রূপে পাপের অপকৃষ্টতাতে সম্পূর্ণ দৃষ্টি করিয়া ইহাকে যথার্থ রূপে ঘৃণা করিতে এবং ইহা হইতে সাবধান পূর্ব্বক বিমুখ হইতে প্রবৃত্তি পায়.

৯. আমরা সংসার হইতে বৈরাগ্যরূপ বর ও ঐ কর্ম্মেতে প্রাপ্ত হই, সহভাগ গ্রহণে কেবল

Digitized by Google

ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকের মধ্যস্থিত প্রভেদ ব্যক্ত হয় এমত নহে, কিন্তু সাংসারিক নিরুৎসাহতা যাহা সর্ব্বদা ধর্ম্মনিষ্ঠ লোকের উপর আসিয়া নিদ্রাবস্থার ন্যায় পরমার্থ বিষয়ে অচেতন ও নিশ্চিন্ত করে তাহা হইতে মনকে বিরত করিবার ইহা এক মহৎ উপায়, "ইহাই সংসার পরাভবকারক জয় অর্থাৎ আমাদের ভক্তি," খ্রীষ্টীয় নামধারি লোকের মধ্যে যাহারা নিষ্ঠাহীন তাহাদের আচার ব্যবহার এবং আমোদ হইতে নিবৃত্তি হইবার বাসনা প্রভুর ভোজ নানন্তর আধিক্য রূপে হয়, এবং ঈশ্বরের সহিত পরমার্থভাবে চলিতে উপদেশ পাইয়া সংসারের প্রতি ভ্রুশীভূত হইতে চেষ্টার বৃদ্ধিহয়.

১০. সহভাগ গ্রহণের দ্বারা আমরা এই মর্ত্যাবস্থার ক্লেশ ও দুঃখেতে ধৈর্য্যাবলম্বন শক্তিও পাই "অগ্নি কণার উর্দ্ধজ্বলনের ন্যায় আমরা ক্লেশের নিমিত্তে জন্ম গ্রহণ করি," চিন্তা ও নৈরাশ আমাদের ভোগে আইসে বটে কিন্তু আমাদের সমস্ত বিপদ ও ক্ষতি ও শত্রুর আঘাতের মধ্যে আমরা "খ্রীষ্টের অমূল্য শরীর ও রক্ত স্বরূপ যে পারমার্থিক খাদ্য" তাহাতে বলপ্রাপ্ত হইতে পারি, এই বিধান এক অতুল্য দুঃখের সময়ে স্থাপিত হয় তাহা স্মরণ

Digitized by Google

করিয়া সহিষ্ণুতা পাই, যে রাত্রিতে প্রভু পরহস্তগত হন সেই রাত্রিতেই এই পর্ব্ব চিন্তাকুল শিষ্যগণের সান্ত্বনার নিমিত্তে স্থাপন করেন, অতএব খ্রীষ্টীয় জন শোকগ্রস্ত হইলে প্রভুর অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা দেখিয়া তাঁহার প্রেম ও দয়া নিশ্চয় করিয়া তাঁহার ন্যায় ধৈর্য্যাবলম্বন শিক্ষা করিতে তাঁহার মেজের নিকট আইসে, এবং তাঁহার বাৎসল্যে বিশ্রাম করিয়া যোহন্নি নামক প্রসিদ্ধ সৌম্য শিষ্যের ন্যায় তাঁহার প্রেমযুক্ত ও অনুকম্পান্বিত বক্ষঃ আশ্রয় করে.

১১. আমাদের বিবিধ বিহিত কর্ম্ম নির্ব্বাহে সাহস ও উৎসাহ পাই, "প্রভুর আনন্দই আমাদের শক্তি" এই পুণ্য পর্ব্ব হইতে আমাদের যুদ্ধে নূতন শক্তি প্রাপ্ত হই, তাহাতে আমাদের ক্ষয়শীল বল ও সাহস সতেজ হয়, পাপমার্জ্জন ও দয়ার সম্বিৎ দেখিয়া আমাদের কর্ত্তব্য সাধন চেষ্টাতে অধিক উৎসাহ জন্মে ও আত্মার মুদ্রাঙ্কর দ্বারা বহুতর যত্ন করিতে প্রবৃত্তি হয়, মনের কটি বদ্ধ করত শেষ পর্য্যন্ত সচেতন ও আশ্বাসী হইতে সক্ষম হইয়া আমাদের সাংসারিক যাত্রাতে অধিক সত্বর হই, এবং সামান্য আহারের দ্বারা পার্থিব কর্ম্ম করিতে

Digitized by Google

যাদৃশ দেহ ঔজস হয় তাদৃশ আমাদের আত্মা পর মার্থ সাধনে প্রসাদ ও সান্ত্বনা বিশিষ্ট হয়, আমাদের ঈশ্বরের বিষয়ে সাহস পাইয়া শয়তানাদি শত্রুর বিপক্ষে সাহসী ও শক্তিমান হইয়া যুদ্ধের নিমিত্তে নূতন তেজেতে সসজ্জ হই.

১২. প্রভুভোজন গ্রহণ করিলে যেখানে খ্রীষ্ট গমন করিয়াছেন সেই লোকে আমাদের ভাবনা স্থির হয়, এ পর্ব্বেতে আমরা কেবল তাঁহার ক্রুশ ও দুঃখ ধ্যান করি এমত নহে কিন্তু ইহাতে আমরা তাঁহার পুনরুত্থান স্বর্গারোহণ ও ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রতিসাধনও চিন্তা করি, তাঁহার মেজেতে তাঁহার উপস্থিত ও অতীত অবস্থা উভয় বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে মহিমান্বিত প্রভু এবং শোকান্বিত মনুষ্য উভয় ভাবে দৃষ্টি করি, আমাদের প্রতিভূ ও অগ্রসর হইয়া তিনি স্বর্গ প্রবেশ করিয়াছেন এবং আমাদের গ্রহণ করিবার জন্য পুনর্ব্বার আসিতে স্বীকার করিয়াছেন ইহা আমাদের স্মরণে আইসে, এই রূপে এ পুণ্য উৎসবে ত্রাণকর্ত্তার উপস্থিত মহিমা ও প্রতি সাধন ও সর্ব্বাধিপত্য ও মধ্যস্থতার পদ ও অসীম অনুগ্রহ এ সমস্ত আমাদের চিত্তে আইসে, অতএব এ সংস্কার হইতে কেমন মহোপ

Digitized by Google

কার হয়! ইহাতে কেমন সান্ত্বনা ও আহ্লাদের সূত্র জন্মে! যতবার প্রভুর ভোজন গ্রহণ করি ততবার আমরা নিশ্চয় প্রবোধ পাই যে আমরা অবশেষে তাঁহার বর্ত্তমান স্থানে যাইতে পাইব.

১৩. মৃত্যুর সম্ভাবনাতে আমাদের ধৈর্য্য হয় এবং আমরা অনন্ত পরমায়ুর পূর্ব্ব স্বাদ পাই, ভয়রূপ রাজা স্বয়ং খ্রীষ্টের ক্রুশে পরাস্ত হয়, আমাদের ত্রাণ কর্ত্তা ঈশ্বরের পুত্র ও সর্ব্বাধিকারী হইলেও এই বিধানে তাঁহাকে দুঃখ অন্ধকার ও যন্ত্রণাতে ম্রিয়মাণ দেখিয়া আমরা এমত নায়কের সহিত অতি অন্ধকার ময় স্থানেতেও চলিতে উৎসাহ পাই, এই বিধানে আমরা মৃত্যুকে দংশন শক্তি হীন এবং স্বাভাবিক ভয়ঙ্কর গুণেতে বিকৃত দেখি, খ্রীষ্টের শরীর ও রক্ত ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত হইয়া মৃত্যুর অন্ধতা হরণ করত ইহাকে অনন্ত পরমায়ুর দ্বার করিয়াছে, প্রভুর ভোজনে এই শরীর ও রক্তের শুভ ভোগ সমস্ত ভক্ত গণের জন্য ক্রীত স্বর্গীয় আনন্দের সুস্বাদ প্রদান করে, ঐ ভোজনে গিয়া আমরা কবরে দেহ ত্যাগ করত সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের উদ্দেশে আত্মা উৎসর্গ করিয়া গর্ত্তে প্রবেশ করিতে২ কহিতে পারি "যাঁহাতে

Digitized by Google

বিশ্বাস করিয়াছি তাঁহাকে চিনি এবং নিশ্চয় জানি যে তিনি সেই দিন পর্য্যন্ত আমার সমর্পিত বস্তু রক্ষা করিতে সমর্থ." ২ তিম ১০. ১২.

পঞ্চম প্রকরণ.

অথ প্রভুভোজন নিয়মিত সময়ে২ গ্রহণ করিবার বিধি.

পূর্ব্বে যাহা বিস্তার করিয়াছি তাহার পর এ বিষয়ে অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই কেননা এ বিধানের স্থাপন অভিপ্রায় এবং ফল ইত্যাদির সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছি তাহা হইতেই বোধ হইবে যে ইহা পুনঃ২ গ্রহণ করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য.

১. প্রথমতঃ এ বিধি খ্রীষ্টের স্পষ্ট আজ্ঞাতেই দেখিতেছি, তিনি কহেন "ইহা আমার স্মরণার্থে কর" আর তাঁহার ঘোর যন্ত্রণা ভোগের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই উক্তি করাতে এ বাক্য সমস্ত শিষ্যগণের ভক্তি পূর্ব্বক পালন করা কর্ত্তব্য, এবং এ বিধি স্বাভাবিক ভদ্রাভদ্র বিবেক শক্তি দ্বারা অনুমেয় না হইয়া কেবল তাঁহার স্পষ্ট আজ্ঞাতেই নিশ্চিত হইতেছে এ নিমিত্তে ইহা অধিক মান্য, সুতরাং যেমত ইহা পালন

Digitized by Google

করিলে খ্রীষ্টের কর্ত্তৃত্ব বিশেষ রূপে স্বীকার হয় সেই মত ইহা লঙ্ঘন করিলে তাঁহার দয়া এবং শক্তির অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রকাশ পায়, পুনশ্চ ইহা আমাদের পরম বন্ধু স্বরূপ প্রভু এবং ত্রাণ কর্ত্তার মরণ কালের শেষ আজ্ঞা, অতএব লৌকিক ব্যবহারে প্রিয় ব্যক্তি মৃত্যুকালীন কোন ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যদি তাহা যত্ন পূর্ব্বক পালন করিতে হয় তবে আমাদের ধন্য ত্রাণ কর্ত্তার ঐ প্রকার আজ্ঞা অবশ্য ততোধিক মান্য হইবেক, আর পৌল প্রেরিত প্রভুর এই আজ্ঞা অন্য বিষয়াপেক্ষা বাহুল্য রূপে ব্যাখ্যা করিয়া দৃঢ় করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় যে এই বিধান অত্যন্ত গরিষ্ঠ, এবং এই সংস্কারে লৈবব্যবস্থার ন্যায় আড়ম্বরের অভাব হেতু ইহার পালন সহজ হইয়াছে, সুতরাং ইহার বিধি ও দৃঢ় হইতেছে, এতদ্ভিন্ন খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী এই আজ্ঞা সর্ব্বকালে নিরন্তর রক্ষা করিয়া এ কর্ম্ম যথার্থ ভাবে করিতে উপদেশ এবং আচার দ্বারা উৎসাহ দিতেছেন, ইহা বিবেচনা করিলেও উক্ত সংস্কার গ্রহণের নিতান্ত কর্ত্তব্যতা কোন খ্রীষ্টীয় লোক অস্বীকার করিতে পারিবেক না.

২. আপনাদের পরমার্থ উপকার বিবেচনা

Digitized by Google

করিলেও এ বিষয়ের কর্ত্তব্যতা বুঝিবা, মানুষিক আত্মার মূল্য, এবং ঐহিক পারত্রিক সুখের জন্য ধর্ম্ম নিষ্ঠার প্রয়োজন, এ উভয় বিবেচনা করিলে যাদৃক্ প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে তাদৃক্ এই পুণ্য সংস্কারে দেখিতেছি, নম্রভাবে উপযুক্ত রূপে ইহা গ্রহণ করিলে অনির্ব্বচনীয় ফল উৎপন্ন হয় এবং স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ইহা হইতে নিরস্ত থাকিলে ঈশ্বরের দয়া ভোগের অনুপযুক্ত ব্যবহার হয়, অতএব যাদৃশ সমস্ত বিবেচক ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে আপনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষয়ে মনোযোগী হয়, এবং দয়ার সম্বিৎ দেখিলে যাদৃশ পাপি লোকের আবশ্যক যে তাহা সর্ব্বপ্রকারে পাইতে চেষ্টা করে,তাদৃশ সমস্ত পরিত্রাণ পোষক মঙ্গলের বন্ধন ও মুদ্রাঙ্কর অথচ ইহ কালে শক্তি ও সান্ত্বনা উৎপাদক ও পরকালে অক্ষয় জীবন দায়ক এমত সংস্কার গ্রহণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য.

অতএব ভরসাকরি যে এই উপদেশ যাহার২ হস্তগত হইবে তাহারা সকলে উপযুক্তরূপে প্রভুর ভোজন গ্রহণ করিতে আপনাদের কর্ত্তব্যতা বুঝিবে, এক্ষণে এ বিধির বিষয়ে যাহা২ লিখিয়াছি তাহা দৃঢ় করত শেষোক্তি করিব.

Digitized by Google

১. যাহারা ধর্ম্ম কথাতে মনোযোগ না করিয়া পাপাচরণে বাস করত সহভাগ গ্রহণের অযোগ্য হইয়াছে তাহাদিগকে অনুশোচন করিয়া পরমেশ্বরের প্রতি ফিরিতে অনুরোধ করিতেছি, এমত লোক মনে করুক যে যাবৎ পুণ্য সহভাগ গ্রহণের যোগ্য না হয়, তাবৎ তাহারা মরণ ও পরে ঈশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত হইবার জন্যও প্রস্তুত নহে, তাহারা স্মরণ করুক যে যেপ্রকার ভাবনাতে ঈশ্বরাত্মজে দৃঢ় বিশ্বাস হইতে পারে তাহাতেই তাঁহার মরণের স্মরণ স্বরূপ বিধান সম্পন্ন করিবার অধিকার জন্মে, অতএব যদি তাহারা পাপাচরণে নিয়ত থাকে তবে দুষ্কর্ম্ম জন্য যে অব্যবহিত অপরাধ হয় কেবল তাহার ভারগ্রস্ত হইবে এমত নহে, কিন্তু আপনাদের পুণ্য ধর্ম্ম পালনে ত্রুটি করত বাপ্তিস্মে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত আত্মোৎসর্গ অস্বীকার করিলে এবং সত্য খ্রীষ্টীয় লোকের নাম ধারণের নিমিত্তে যে রহস্য ক্রিয়া আবশ্যক তাহার অনুপযুক্ত পাত্র হইলে, যে স্বতন্ত্র দোষ জন্মে তাহাও তাহাদের উপর ঘটিবে, যে কেহ শৈশবাবস্থাতে জলসংস্কার প্রাপ্ত হইয়া পিতা পুত্র সদাত্মার ভক্তিতে ও সেবাতে সমর্পিত হইয়া পরে বয়ঃপ্রাপ্ত

Digitized by Google

হইলে যথার্থরূপে যিশু খ্রীষ্টের সহভাগ গ্রহণের অনুপযুক্ত আচার ব্যবহারে নিয়ত থাকে, সে ফলতঃ ঈশ্বরাত্মজকে যেন পাদস্পৃষ্ট করিয়া নিয়মের রক্ত, যদ্দ্বারা শুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা অপবিত্র করত বর দায়ি আত্মাকে অবহেলা করে, এমত লোকের ভয় ঙ্কর অবস্থা বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই কেননা তাহা আপনারাই বুঝিতে পারিবেক, খ্রীষ্টের রহস্য বিধান সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যখন সে অবহেলা করিয়া ঈশ্বরের মন্দির হইতে নির্গত হয় "তখন যিনি স্বর্গ হইতে কহেন" তাঁহা হইতে বিমুখ হয়, এবং বলে এ বিষয়ে "আমার অংশ নাই," আর "আপনাকে অনন্ত জীবনের অনুপযুক্ত জ্ঞান করে;" আমি ইহাদিগকে স্নেহপূর্ব্বক অনুরোধ করিতেছি যে আপনাদের পথ বিবেচনা করিয়া দয়ার শব্দে কর্ণপাত করুক এবং ঈশ্বরের প্রতি আপনাদিগকে সমর্পিত করিয়া খ্রীষ্টের রাজদণ্ডের বশীভূত হউক, তবে মণ্ডলী তাহাদিগকে এই পুণ্য ভোজনে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেক, এবং ত্রাণ কর্ত্তা আপন অমূল্য শরীর ও রক্ত দ্বারা তাহাদিগকে পুষ্ট করিবেন, আর ঈশ্বর হইতে ক্ষমা ও মার্জ্জনা পাইলে যে কুশল ও শান্তি জন্মে, এবং অনন্ত জীবন

Digitized by Google

পর্য্যন্ত স্থাপন করিবার এই উপায় অর্থাৎ পুণ্য সংস্কার ইহা হইতে যে শক্তি ও সান্ত্বনা উৎপন্ন হয়, তাহা জানিতে পাইবে.

২. দ্বিতীয়তঃ যাহারা কিরূপ আচরণে বাস করিবে তাহা এখন পর্য্যন্ত নিশ্চয় করিতে না পারিয়া দ্বিধা করিতেছে, তাহাদিগকে আমি পুণ্য সহভাগ গ্রহণের বিধি বিবেচনা করাইতে চাহি, তোমরা জল সংস্কার দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত হইয়াছ এবং বোধ হয় অনেক ধর্ম্মোপদেশও পাইয়াছ, তোমাদের মনে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কিঞ্চিৎ সৎজ্ঞানও থাকিতে পারে এবং তোমরা বিশিষ্ট লোকের ন্যায় আচার ব্যবহার করিয়াও সমাদরের যোগ্য হইয়া থাকিবা, তথাপি তোমরা খ্রীষ্টের প্রতি ঐ পুণ্য বিধান দ্বারা আপনাদিগকে সমর্পিত করিতে বিলম্ব করত "দ্বৈধ মতে রহিয়াছ" অতএব আমি বিনতি করিতেছি "কাহার সেবা করিবা তাহা অদ্যই নিশ্চয় কর," বিবেচনা কর যে ঈশ্বরকে সেবা করাই তোমাদের কর্ত্তব্য, মনে করিও যে এক্ষণে স্বর্গের যতোধিক নিকটস্থ আছ অবশেষে উপনীত হইতে অক্ষম হইলে ততোধিক খেদ হইবে, ভুলিও না যে খ্রীষ্টের পক্ষ না হইলে তাঁহার বিপক্ষরূপে বাচ্য

Digitized by Google

হয়, আর যে তাঁহার সহিত সঞ্চয় না করে সে অপচয় করে, " তোমার যৌবনাবস্থাতে সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ করিয়া " প্রভুর ভোজনের বিবেচনা একান্ত মনে কর, ইহা উপযুক্তরূপে গ্রহণ করিবার জন্য যে ভাবের প্রয়োজন আছে তাহা ব্যগ্র হইয়া যাচ্ঞা কর, পরমেশ্বরের সহিত তোমার সম্বিৎ মুদ্রাঙ্কর কর, ত্রাণ কর্ত্তাকে সকলের সম্মুখে প্রকাশ্যরূপে স্বীকার কর, তাঁহার রহস্য শরীরে পূর্ণরূপে সংযুক্ত হও এবং তাঁহার তেজেতে শক্তি পাইয়া তোমাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবা ইহাতে সংশয় করিও না, তবে আর অধিক বয়ঃক্রম হইলে তোমাদের প্রথম সহভাগ গ্রহণের সময়কে শুভ জ্ঞান করিয়া ঈশ্বরের স্তব করত চির স্মরণীয় বোধ করিবা.

অবশেষে যাহারা সহভাগ গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা নিয়ত এবং উপযুক্ত রূপে গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য ইহার বিধি বিবেচনা করাইতে চাহি.

অনেকের এ বিষয়ে ত্রুটি আছে, অতএব এমত লোককে নিবেদন করি যে এ বিধান মান্য করিয়া ইহা হইতে স্পষ্টরূপে বাস্তবিক ও সদাস্থায়ি বর

Digitized by Google

প্রাপ্ত না হইলে পরিতৃপ্ত হই না, এ পর্ব্বপালনের কোন সুযোগ পাইলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিও না, বরং ঐ পুকার কাল উপস্থিত হইবার সময়ে উহার উপ কার ভাবিয়া আহ্লাদিত হইও, যিনি এ সংস্কার স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অদ্য পর্য্যন্ত উহাতে দয়া দৃষ্টি করিতে ক্ষান্ত হন না, তাঁহাকে যেমত ভক্তি কর তদনুসারে এ বিধানকেও মান্য কর, এ কর্ম্মের বিহিত আয়োজনের কালে যেন ঈশ্বর তোমাদের নিকটস্থ হইয়া বর দান করেন এমত চেষ্টা কর, আর ঈশ্বর করুন যেন এই পুস্তকের লেখক ও পাঠক উভয়েই সদা খ্রীষ্টের রহস্য দেহেতে সংযুক্ত থাকিয়া প্রভুভোজনের অমূল্য ভোজ্য দ্বারা পরমার্থ বিষয়ে তেজস্কর হয়, এবং যেন আমরা সকলে এই এবং অন্যান্য সাধন সম্পন্ন করত এমত শক্তি পাই যে ত্রাণ কর্ত্তার দয়া ও সদাত্মার প্রভাব দ্বারা এই সংসারের নানাবিধ বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া শেষে অনন্ত মুক্তি পদ প্রাপ্ত হই, ইতি.

সমাপ্তি.

10 5 53

Digitized by Google